দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 OCT 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

55

হুমকির মুখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ইউনিটের নির্মাণকাজ বন্ধ

চাঁদাবাজ মস্তানরা নির্মাতাদের বুলেটসহ চিঠি পাঠিয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) এডিবি'র সহায়তায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আধুনিক ইমার্জেন্সি ইউনিট–এর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। চাঁদাবাজ মস্তানদের ঘন ঘন হামলা ও হুমকির মুখে এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এর নির্মাণকাজ নির্ধারিত মেয়াদে শেষ হবে কিনা এ নিয়ে নির্মাতা ও দায়িত্বশীল মহল আশংকা প্রকাশ করেছেন। মস্তানরা নির্মাতাদের বুলেটসহ চিঠি পাঠিয়েছে।

'সেকেন্ড হেলথ' বা দ্বিতীয় দফা স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ইমার্জেন্সি ইউনিটটির কাজ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়। একই সাথে শুরু হয় পুরো হাসপাতালের রিপেয়ারিং এবং নার্স ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণকাজ। ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের কাজের শুরু থেকেই নানা প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদের সাড়ে ৩ বছর উত্তীর্ণ হয়। ফলে দ্রুতবেগে কাজ এগিয়ে নেয়া ছিল জরুরী। স্থান নির্বাচন করতে গিয়ে হাসপাতাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের অবৈধ বস্তিগুলো ছিল প্রাথমিক বাধা। প্রত্যেককে ৪ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে উচ্ছেদ করার পর প্রতিকূল আবহাওয়া ও অন্যান্য বাধা অগ্রাহ্য করে কাজ শুরু করা হলেও তা আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। চাঁদাবাজদের কয়েকবার সশস্ত্র হামলার পর নির্মাণকাজ এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা নির্মাতা নেপচুন কনস্ট্রাকশন এন্ড তাহের ব্রাদার্স–এর অফিসকক্ষ ভাঙচুর এবং কর্তব্যরত একজন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার করেছে।

প্রকল্পটির ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এনেসথেসিয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সাথে আলাপকালে তিনি জানালেন, 'প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে বাংলাদেশের একটি অত্যাধুনিক ইমার্জেন্সি ইউনিট। মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ৪ তলা ভবনের প্রথম তলায় থাকবে ইমার্জেন্সি বিভাগ। বেস–এ একপাশে থাকবে মেডিসিন ও ইকুইপমেন্টাল স্টোর, অপরপাশে ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও জেনারেটর মেশিন। দ্বিতীয় তলায় একপাশে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, অপর পাশে থাকবে করোনারি কেয়ার ইউনিট। তৃতীয় তলায় থাকবে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ১২টি অপারেশন থিয়েটার ও চতুর্থ তলায় পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ। রোগী নিয়ে এম্বুলেন্স সরাসরি ইমার্জেন্সিতে ঢুকে যাবে। সেখান থেকে রোগী সোজা চলে যাবে হাসপাতালের বেডে। ফলে এখনকার মত ইমার্জেন্সিতে রোগী বা তার পরিচর্যাকারীদের এতটা ঝামেলা পোহাতে হবে না। প্রকল্পটি এত চমৎকার বলেই এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি ভীত, কাজটি আদৌ শেষ করতে পারব কিনা। আজ যদি আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে এই হাসপাতালেই আমাকে ফিরে আসতে হবে চিকিৎসার জন্য। কাজেই কাজটি আমি ছাড়ব না।'

গত কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে 'নেপচুন এন্ড তাহের ব্রাদার্স'–এর কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্টদের সাথে কথা বলে জানা গেল, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে তারা কাজ বন্ধ রেখেছেন। সন্ত্রাসীরা মৃত্যুর হুমকি দিয়ে ৩টি বুলেটসহ চিঠি পাঠিয়েছে তাদের কাছে। চিঠির ১টি কপি তারা ইতিমধ্যে হস্তান্তর করেছেন অথরিটির কাছে এবং আবেদন করেছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। 'আমাদেরও বাল্–বাচ্চা আছে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তো আর কাজ করা সম্ভব নয়' জানালেন একজন। আরো জানালেন, কিছুদিন আগে অথরিটির সাথে এ ব্যাপারে একটি মিটিং হয়েছে তাদের। সাব্যস্ত হয়েছে যে, কাছাকাছি একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়ে কাজ শুরু করা হবে পুনরায়।